১৩/০৮/২০০৭ ইং

পুলিশের প্রশাসনিক সংস্কার ও নিয়ন্ত্রনকারী মন্ত্রনালয়ের পূন:বিন্যাস

বাংলাদেশে পুলিশকে নিম্নভাবে সুবিন্যস্ত করা যায়। এটি একটি প্রস্তাবনা। তবে এর বিপক্ষে কোন চিন্তা থাকলে অবশ্যই এই প্রস্তাবককে তার সপক্ষে যুক্তিসহ জানানোর অনুরোধ করছি :

- **পুলিশ কে প্রথমত নিম্নভাবে বিভক্ত করা হোক :**

১. সাধারন পুলিশ বিভাগ

- থানা সমূহ / পুলিশ
- দাংগা পুলিশ
- ট্রাফিক পুলিশ

২. স্পেশাল ব্রান্চ

৩. সি আই ডি

৪. আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন

৫. এলিট ফোর্স- র‌্যাব

- <u>সি আই ডি</u>

এখন সি আই ডি কে পরিপূর্ন একটি ফৌজদারী মামলা তদন্ত সংস্থায় পরিনত করে একে স্বরাস্ট্র মন্ত্রনালয়ের আওতামুক্ত করে আইন ও বিচার মন্ত্রনালয়ের অধীনে নেয়া হোক।একজন মহাপরিচালক হবেন এর প্রধান।

সি আই ডি-র কলেবর বৃদ্ধি করে সারা দেশে বিচার বিভাগের সাথে এভাবে সম্পৃক্ত করলে সরকার ও জনগনের লাভ হবে।

- <u>স্পেশাল ব্রান্চ</u>

স্পেশাল ব্রান্চ - এসবি কে পূর্নাংগ গোয়েন্দা সংস্থায় রুপান্তর করা হোক। একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একে পুন: সংগঠিত করা হোক। এই গোয়েন্দা সংস্থা রাজনৈতিক বিষয়াদিতে রাস্ট্রের পক্ষে কাজ করবে। জনবল অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে।

- <u>সাধারন পুলিশ বিভাগ</u>

দেশব্যাপি থানা পুলিশ জনগনের নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবে। সাধারন কোন ডায়রী বা ছোটখাট মামলা মোকদ্দমার তদন্ত থানায় হবে। পুলিশের এই বিভাগটিকে আপাতত **স্বরাস্ট্র মন্ত্রনালয়ের আওতায় রাখা হলেও অদূর ভবিষ্যতে একেও আইন ও বিচার মন্ত্রনালয়ের আওতায় নেয়া যুক্তিযুক্ত হবে।**

- <u>ট্রাফিক</u>

ট্রাফিক পুলিশকে পুরোপুরি স্থানীয় সরকারের আওতাধীন করা উচিত। তবে হাইওয়ে পুলিশ এর সাথে সম্পৃক্ত হবে না।

• স্বরাস্ট্র মন্ত্রনালয়ের ফোর্স

র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন-র‍্যাব, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন-এপিবিএন, বাংলাদেশ রাইফেলস, কোস্ট গার্ড, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি কে স্বরাস্ট্র মন্ত্রনালয়ের আওতায় রাখলেই যথেষ্ঠ।

এপিবিএন-কে র‍্যাব এর সাথে একিভূত করলে অতিরিক্ত খরচ থেকে রাস্ট্র রক্ষা পাবে এবং র‍্যাব এর কলেবর বৃদ্ধি পাবে।

• পুলিশের র‍্যাংক এর সংস্কার ও পদবিন্যাস

পুলিশ এর ইন্সপেক্টরকে১ম শ্রেনীতে উন্নীত করা হোক অথবা তাদের বর্তমান শোল্ডারে ব্যবহৃত সামরিক স্টারটি পরিবর্তন করে এস, আই (দারোগা) দের ব্যবহৃত ফুল ৩ টি ব্যবহার করার ব্যবস্থা নেয়া হোক।

পুলিশ এর ১ম শ্রেনীর কর্মকর্তাদের এন্ট্রি পয়েন্ট সহকারী পুলিশ সুপার এর জন্য ১টি সামরিক স্টার এর ব্যবহার নিশ্চিত করা হোক। সিনিয়র এএসপি দের ২টি সামরিক স্টার, ডিএসপি পদ চালু করে ৩টি সামরিক স্টার, এসপিদের ১টি সামরিক শাপলা ব্যবহার নিশ্চিত করা হোক। অতিরিক্ত এসপি পদ বাতিল করা হোক, এতে পুলিশের এতদিনের শূন্যতা পুরনের পথ পাওয়া যাবে।

রেন্জে ডিআইজি ও এআইজি পদ রাখা হোক। এআইজি গন লে. কর্নেল এর ব্যাজ এবং ডিআইজি গন কর্নেল এর র‍্যাংক ব্যাজ পরিধান করবেন। অতিরিক্ত আইজি ব্রিগে. জেনারেল ও আইজিপি মেজর জেনারেল এর র‍্যাংক ব্যাজ পরিধান করবেন।

র‍্যাংক ব্যাজের এই বিধান চালু না করলে জনমনে বিভ্রান্তি চলছে।এটা একক্ষেত্রে সামরিক র‍্যাংক ব্যাজকে অবমাননার সামীল। একজন ইন্সপেকটর ১ম শ্রেনীর কর্মকর্তা না হয়েও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট এর র‍্যাংক ব্যাজ পরিধান করে।

- এছাড়া পুলিশ বিভাগে পদোন্নতি, উর্ধতন নিয়োগ, কমিশন গঠন করে শাস্তি'র বিধান ইত্যাদি বিষয়ে কোন মতান্তর নাই।

- সেই সাথে ক্রমান্বয়ে পুলিশের ১ম শ্রেনীর চাকুরীর ক্ষেত্রে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তরদের অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত এবং প্রশিক্ষনকালীন সময়ে আইনের ব্যবহার ও মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে অধিক মনোযোগ দেয়া উচিত।

- তবে ক্রমান্বয়ে পুলিশ বিভাগে কনেস্টবল পর্যায়ে এন্ট্রি পয়েন্টে কমপক্ষে স্নাতক পাশ ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। আর তখন পুলিশের এই কনেস্টবল পর্যায় থেকেই চাকুরী ২য় শ্রেনী'র মর্যাদায় নিয়ে আসতে হবে।

- তবেই পুলিশ একটি বাহিনী থেকে সেবাকারী সংস্থায় পরিনত হবে।

- তদন্তকারী সংস্থা এবং থানা পুলিশকে হালকা অস্ত্র অর্থাৎ পিস্তল এবং রিভলবার ব্যবহারের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

- রাইফেলসহ অন্যান্য ভারী অস্ত্র আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, দাংগা পুলিশ, র‍্যাব বিডিআর এবং আনসার ব্যবহার করবে, পুলিশ নয়।

- পুলিশকে একটি স্মার্ট ও জনগনের বন্ধু সংস্থায় পরিনত করতে হবে।

- প্রতিটি থানায় ১ম শ্রেনীর কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

পুলিশের ১ম শ্রেনীর কর্মকর্তাদের পদবিন্যাস :

পদের নাম		সামরিক সমমর্যাদা
আইজিপি	---------	মেজর জেনারেল
অতিরিক্ত আইজিপি	-------	ব্রিগে. জেনারেল
ডিআইজি -	----------------	কর্নেল
এআইজি	---------------	লে. কর্নেল
এসপি	----------------	মেজর
ডিএসপি	------------	ক্যাপ্টেন
সিনি. এএসপি	--------	লেফটেন্যান্ট
এএসপি	------------	সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট

আইন শৃখলা বাহিনী ও তদন্ত সংস্থা সমূহের প্রস্তাবিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ :

১। আইন মন্ত্রনালয়

১. বাংলাদেশ পুলিশ (থানা সমূহ)
২. সি,আই,ডি
৩. ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর (ইমিগ্রেশন পুলিশ সহ)
৪. কারা পুলিশ

প্রাথমিক পুলিশি তদন্ত সমূহ থানার পুলিশ করবে, এটর্নী জেনারেল ও পিপিদের সাথে সংযুক্ত থাকবে।

২। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়

১. বাংলাদেশ রাইফেলস
২. র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন
৩. কোস্ট গার্ড
৪. আর্মড পুলিশ ও দাংগা পুলিশ
৫. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর
৬. স্পেশাল ব্রান্চ

জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও অপরাধ দমন করবে এই মন্ত্রনালয়। প্রতিটি বাহিনী বা অধিদপ্তরের প্রধান হবেন মহাপরিচালক ।

৩। স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়

১. ট্রাফিক পুলিশ
২. গ্রাম পুলিশ

স্থানীয় সরকারের সকল স্তরে আনসার ও ভিডিপি নিরাপত্তা সহায়তা দেবে ।ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ স্থানীয় সরকারগুলোর আওতাধীন হবে। গ্রাম পুলিশ শুধু মাত্র ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সংযুক্ত থাকবে।

- কারাগারের পুলিশকে বিচার বিভাগের অধীনে নিতে হবে।